OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 802 - 809
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত রবীন্দ্র গীতিনাট্যে সঙ্গীতের সমাবেশ

ড. মৌসুমী পাল
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বাংলা বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
Email ID : paulmousami77@gmail.com
ও
ড. মহূয়া রায়
সহকারি অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
Email ID : mahuaagartala45@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Literature, Folk song, Ballad, Drama, Western music, History, Rabindra Sangeet.

Abstract
Rabindranath Tagore was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, social reformer who wrote in many literary genres. He was the first poet who wrote successfully in all areas of literature. His poetry, Novel, songs, dance, drama has made the Bengali literature rich. Among Tagore's popular works the geetimalya or opera plays an important role in Bengali literature where Rabindra Sangeet has acquired a valuable place. Songs written by Tagore have added an immense beauty to the musical operas. Geetinatya rooted in India's history is a theatrical performance or musical play that emerged during the period of cultural fusion between Bengali and western traditions. Rabindranath Tagore exemplified Geeti Natya in his own writings, highlighting it's significance in the cultural landscape. Rabindra Sangeet is a wide range of songs that cover a variety of themes and are influenced by music from various styles around the world. Some songs have been taken from folk origin and some songs are being composed of folk tunes. Tagore's compositions include topics like humanism, structuralism, introspection, psychology, romance, yearning, nostalgia, reflection and modernism, offering melody for every season and every season and every aspect of Bengali life. During his travel to foreign Countries he came into contact with different musicians of west and south part of the world. As a result the western style has been incorporated into Rabindra Sangeet. Afrer returning home he has written the first Geetinatya Balmiki Pratibha and after that kaal mrigaya and mayar khela. In these operas he has played several songs which belong to the western origin. Apart from these Tagore has composed many songs from folk music. So

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

in this chapter our endeavour will be to focus on the songs that are sung in geetinatya.

Discussion

সাহিত্যের বৈচিত্রময় প্রকাশ বা অবিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটি বিশেষ রীতি ও ধর্ম আছে। তবে নাটকের পাশাপাশি কবিতার তথা সংগীতের যে একটি অনুভূতিময়- মনোরম জগৎ রয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য; আর সংগীতের এই আনন্দময় জগৎ প্রাধান্য পায় শুধুমাত্র কবি মনের ভাব-কল্পনা ও অনুভূতি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে কহিনির বর্ণন ও পাত্র-পাত্রীর মনোবিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের যে অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে; নাট্যকারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই স্বাধীনতা থাকে না। সংকীর্ণ পরিসারে অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবেশে নাটকের মূল কাহিনি ও তত্ত্বকে দর্শকের সম্মুখের পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করা এক অন্যরকম উচ্চাঙ্গ মার্গের কলা। আসলে নাটকে কল্পনা বিলাসের কোনো স্থান থাকে না বলে এটি সাহিত্যের এক অন্য রকম বিশেষ ঘরাণা। আসলে নাটকের প্রাণই হল বস্তুধর্মী ও প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রবাহ। আর সংগীত হল শাস্ত্রে বর্ণিত চৌষট্টি প্রকার কলা বা শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা। 'বৈদিক যুগে আর্য ঋষিগণ কর্তৃক সৃষ্ট চতুর্বেদের মধ্যে সাম বেদে সংগীত বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে'।[১] সঙ্গীত বলতে বোঝায় গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় এবং গীত হল এক ধরেনের শ্রবণ যোগ্য কলা যা সুসংবদ্ধ শব্দ ও মধুর শুরের মাধুর্য্যে মানব চিত্তে বিনোদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। সংগীতের বেশ কিছু ধরন রয়েছে যেমন - শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, প্রভৃতি। বাংলা সঙ্গীত বাংলার প্রাচীন ধর্মীয়, ধর্মনিরপেক্ষ, দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব ও ইতিহাস নির্দেশ করে।

আমাদের ভারতীয় নাট্যের উদ্ভব ধর্মের আশ্রয়েই ঘটেছিল। ভরতের নাট্য শাস্ত্রেও নাটককে তাই বলা হয়েছে 'পঞ্চম বেদ'। বাংলার নাট্য সাহিত্যে ইউরোপীয় রোমান্টিক নাটক (বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক) অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। গিরিশ ঘোষ – দ্বিজেন্দ্রলাল – ক্ষীরোদপ্রসাদ – দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যের এই অতুলনীয় বিখ্যাত সব নাট্যকারগণ প্রত্যেকেই এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কদের কিছুটা সমগোত্রীয় এবং সমকালীন হলেন বাঙালী কবি তথা ভারত এবং পুরো বিশ্বে সাহিত্যের অন্যতম বক্তিত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা শুধুমাত্র নাটক বা সাহিত্য জগৎকেই নয়, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-সংগীত-নৃত্য-শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত দিকেই তাঁর অবদান আমাদের জীবনের আলোর দিশারী। তবে আলোচনার শুরুতেই বলে নেয়া আবশ্যক যে, রবীন্দ্র প্রতিভা বা রবীন্দ্রসাহিত্য মূলত সংগীত ধর্মী। স্বতন্দ্রধর্মী আত্মভাব মূলক গান বা গীতি কবিতাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র। বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন রকম সুরে সমৃদ্ধ অজস্র গীত শৈলী রয়েছে, যার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক উন্নত স্থানে প্রতিষ্টিত আছে। সঙ্গীতের এই প্রসিদ্ধ ধারাটির এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, বাংলার এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা বা গাওয়া হয় না। বাঙ্গালীরা মনে করে যে বাঙালি হৃদয়ে এমন কোনো আবেগ বা অনুভূতি নেই, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো সঙ্গীত রচনা করেননি। সাধারণত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাতটি পর্যায়ে বিভাজন করা হয়ে থাকে যথা- প্রেম পর্যায়, পূজা পর্যায়, প্রকৃতি পর্যায়, স্বদেশ পর্যায়, বিচিত্র পর্যায়, আনুষ্ঠানিক ও নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সব থেকে আকর্ষনীয় বিষয় হল যে, এই সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, কীর্তনাঙ্গ বাউল ও শ্যামাসঙ্গীতের প্রভাবের পাশাপাশি রয়েছে অভিজাত্য পূর্ণ বিদেশী সঙ্গীত বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব। আসলে সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে শৈশবকাল থেকেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে অর্থৎ তাঁর শৈশব কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ধ্রুপদ গানের খুবই চর্চা ছিল। নানান উৎসব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল গান গাওয়া হতো তার অধিকাংশই ছিল ধ্রুপদ গান ও ধামার। শিশুরাও এই ধ্রুপদ গানের চর্চা করতো, এই জন্য ধ্রুপদাঙ্গের ব্রম্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহির্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উপাসনা গৃহে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারায় ব্রম্মসঙ্গীত চালু হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্যান্য বাংলা গানেরই চর্চা হতো না বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই হিন্দুস্তানী সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি সমৃদ্ধ ভান্ডারের অনেক মনি-মুক্তাই সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকের ছত্রে ছত্রে। রবীন্দ্রনাথের রচিত বিভিন্ন নাটকগুলিকে আমরা নিম্ন লিখিত ভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। যথা -

ক. গীতি নাট্য – বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কাল মৃগয়া (১৮৮২), মায়ায় খেলা (১৮৮৮)
খ. কাব্যনাট্য – প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৯০), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২)
গ. নাট্যকাব্য - বিদায় অভিশাপ (১৮৯২), গান্ধারীর আবেদন (১৯০০), সতী (১৯০০), নরকবাস (১৯০০), কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০), লক্ষীর পরীক্ষা (১৯০০)
ঘ. প্রহসন - গোড়ায় গন্দ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গকৌতূক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯৩৬)
ঙ. রূপক সাংকেতিক ও তত্ত্বমূলক নাটক : শারোদৎসব (১৯০৮), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফালগুণী (১৯১৬), মুক্তাধারা (১৯২২), রাজা (১৯১০), রক্তকরবী (১৯২৮)
চ. সামাজিক নাটক : শোধবোধ (১৯২৬), বাঁশরী (১৯৩৩)
ছ. নৃত্যনাট্য : নটীর পূজা (১৯২৬), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬, চন্ডালিকা (১৯৩৫), শ্যামা (১৯৩৯)

কবিগুরু শুধুমাত্র নাটকের কাহিনীর উপরই বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেননি, বরং গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য গুলিতে নৃত্য ও গীতের সমন্বয় ঘটিয়ে এক উচ্চাঙ্গমাত্রার কলার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) রচনার পেছনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীতময় পরিবেশ, বিহারীলালের সারদামঙ্গল ও কবির ইয়ুরোপ ভ্রমনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকার পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী দেবী ও জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গীতিনাটক 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) ও 'মানময়ী' (১৮৮০)-এর প্রভাবও অনস্বীকার্য।

> "রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উর্ত্তীণ হইয়াছেন, সে বিষ্যে যথাকালে অনুসন্ধান ও অলোচনা হইবে আশাকার যায়।"[৩]

কবিগুরু নাটকের বিভিন্ন তত্ত্ব ভাবনা বা মূল বক্তব্যকে বিভিন্ন সঙ্গীতের আশ্রয়েই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তাঁর নাটকগুলিতে। নাটকের গভীর তত্ত্ব, আবেগ ও ভাবকে আরও প্রবল ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সঙ্গীতের। নাটকে সঙ্গীতের এহেন প্রয়োগ দর্শকের বা মানুষের মনে শিহরণ জাগাতে সক্ষম। মনের ভাবকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে বলা হয় গান; আর এই গান যখন মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠে, তখনই সৃষ্টি হয়ে যায় নাটকের, অর্থাৎ সঙ্গীত নাটককে মনমুগ্ধকর করে তোলে। তবে রবীন্দনাথ ঠাকুরের এই তত্ত্বচিন্তা সমৃদ্ধ সঙ্গীত সমূহের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অন্তর মননের নিবিড় ভাবনা ও তাঁর আধ্যাত্মচেতনা উভয়ই উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রায় ২৫০০ গানের মধ্যে আনুমানিক প্রায় ২৩৮ টি গান রচিত হয়েছে অন্য সুরকে অবলম্বন করে যা সাধারণ ভাঙ্গ গান নামে পরিচিত। সাধারণ অর্থে বলে যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল উৎস হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঠুমরি শৈলী, তবে কর্ণাটক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা লোকসঙ্গীত, এমনকি ইংরেজী ব্যালাড ও স্কটিশ লোকগীতিও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে। নাটকে যখন সঙ্গীতের সমাবেশ ঘটে তখনই সৃষ্টি হয় গীতিনাট্যের। গীতিনাট্য সম্পূর্ণ ভাবেই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বিদেশী সুর অভ্যাস করে দেশে ফেরার পর কবিগুরু রচনা করেছিলেন গীতিনাট্য 'বাল্মিকি প্রতিভা' (১৮৮১)-র। বাল্মিকী প্রতিভার মূল আখ্যানভাগ কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিলেন; ইহার করুনরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনকেটা অংশ বাল্মীকি প্রিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়েছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"[৪]

'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) কবিগুরুর প্রথম গীতিনাট্য, যার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের জগতে গীতিনাট্যের সূত্রপাত হয়। এই নাটকের আখ্যানে মূল বাল্মিকী রামায়ণ নয়, বরং কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের সূচনা অংশ থেকে কিছুটা কাহিনি নিয়ে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার ও অনুভবের মাধুরী মিশ্রিত হয়েছে। এই নাটকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে নতুন এক সংগীত ঘরাণার সৃষ্টি করে তোলেছেন। এই নতুন ধরনের নাটকের উপস্থাপনে পাত্র-পাত্রীর কোনো সংলাপ নেই; নাটক মঞ্চস্থ হয় শুধু মাত্র সুর ও ছন্দের মাধ্যমে আসলে সঙ্গীতই এর প্রাণ। দেশি ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। -

> "বাল্মীকী প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নুতন পরীক্ষা – অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদ গ্রহণ সম্ভভপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি – প্রতিভা তাহা নহে – ইহা সুরে নাটিকা।"[৫]

'বাল্মিকী প্রতিভা' প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি উৎসাহিত হয়ে 'কাল মৃগয়া, (১৮৮২) নামক গীতিনাট্যের রচনা করেন। এই গীতিনাট্যের বিষয়ও ছিল রামায়নে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ। এই গীতি নাট্যের আঙ্গিক গঠন করা হয়েছিল গানের সূত্র দিয়ে। বলাবাহুল্য যে, এই নাটকের প্রতিটি লাইনেই তিনি বিলাতি সুরকেও নিজস্ব ভঙ্গিতে ও মৌলিকতায় মিশিয়ে নাটকটিকে মাধুর্যপূর্ণ করে তোলেছেন এই নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলি হল - অন্ধ ঋষি, ঋষিকুমার, দশরথ, লীলা, বনদেবীগণ (৪ জন), বনদেবতা, শিকারীগণ (৩ জন) ও বিদূষক। এই গীতিনাট্যের সংগীত গুলির পার্যালোচনার পূর্বে এর কাহিনী অতি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া আবশ্যক মনে হয়। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় অন্ধ ঋষি তাঁর পুত্রকে পিপাসা নিবারকের উদ্দেশ্যে জল নিয়ে আসার আজ্ঞা করেন। গভীর রাতের ভয়ানক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সত্যেও ঋষিকুমার পিপাসা নিবারণ হেতু সরযূ নদীতে যান জল সংগ্রহ করতে। এদিকে মহারাজ দশরথ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলে হরিণ শাবক ভেবে বাণে বিদ্ধ করেন ঋষিকুমারকে। অতঃপর মহারাজ পুত্রের মৃত দেহ নিয়ে অন্ধমুনির সন্মুখে আসলে গভীর বেদনায় জর্জরিত হয়ে তিনি দশরথকে পুত্রশোক অভিশাপ দেন। অবশ্য পরবর্তীতে দশরথের করুণ আকুতিতে অন্ধ ঋষি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ছয়টি দৃশ্যে বর্ণিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে কিছু কালজয়ী জনপ্রিয় সংগীত রয়েছে যার সুর বিদেশী সংগীত থেকে গৃহিত হলেও এর আঙ্গিক কিন্তু মূল ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ। 'কালমৃগয়া'-র বর্ণিত বিষয়বস্তুকে নাট্যকার দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। আসলে ভাষা আর ভাবে যা প্রকাশ করা কঠিন হয়ে উঠে, তাই প্রকাশ করার সহজ মাধ্যম হল সঙ্গীত। সঙ্গীতে শব্দও ভাষার দ্বারা যেমন বক্তব্যের মূল তাৎপর্যকে তুলে ধরা যায়, তেমনি সঙ্গীতের সুরের মাধ্যমে ভাব ও ব্যাকুলতাকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা যায়। আসলে ভাষা ও সুরের সংযোজন ঘটিয়ে যে নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন তা গীতিনাট্য নামে বিশ্ববিখ্যাত। গীতিনাট্য হল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি খুবই জনপ্রিয় গীতি নির্ভর নাটক যার জন্ম ইতালিতে। পরবর্তী সময়ে ইতালী থেকে ছড়িয়ে পরে সমগ্র ইউরোপে। বাংলার গীতি নির্ভর নাটকগুলিই গীতিনাট্য, যা ইউরোপে অপেরা নামে পরিচিত।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে ব্যবহৃত অনেক গানের সুর যেমন লোকসংগীত থেকে নেওয়া হয়েছে, তেমনি অনেক গানের মূল সুরের আধার ছিল বিদেশী বা পাশ্চাত্য সঙ্গীত। আসলে ইউরোপ থেকে ঘুরে এসেই তিনি এই গীতিনাট্য রচনায় ব্রতী হন বলেই এতে বিদেশী গানের সুরের আধিক্য; রয়েছে, যেমন 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'সখিলো ফুরালো ইত্যাদি বিভিন্ন গানের বিদেশী সুরই মূল আধাঁর। আসলে কবিগুরু তাঁর মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মেঝদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানু বাজিয়ে বিলাতী সুরের চর্চা করতেন এবং তাতে কথা বসাতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর বিলাত গিয়ে কবি ম্যুরের আইরিশ মেলডিজ এর গান লিখলেন অন্যান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিলাতী সুরের সাহায্যে, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি। এই নাটকগুলিতে সংযোজিত হয়েছে যে সঙ্গীতগুলির – সেগুলি সৃষ্টি হয়েছে আসলে বিদেশী সুরের আদলে। কবিগুরুর লেখা গানের মধ্যে – 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে', 'আমি চিনি গো চিনি', 'আনন্দলোক মঙ্গলালোক', 'প্রাণ ভরিয়ে', 'ক্লান্তি আমার', 'তোমার হল শুরু', 'ফুলে ফুলে'- প্রভৃতি আরও অনেক গান রয়েছে, যেগুলি রচিত হয়েছে বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুরকে কেন্দ্র করেই। ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বিভিন্ন বিদেশী সুরের দ্বারা। এই সব বিদেশী সুরের সাথে বিভিন্ন দেশীয় সুরের সংমিশ্রন ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভান্ডাকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। তাই এই সঙ্গীতগুলির অভ্যাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র ভাবনা ও মননের উপলব্ধি আসে, ঠিক তেমনি আবার আমরা দেশীয় সুরের পাশাপাশি বিদেশী সুর সম্পর্কে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য তৈরী হয়। তাছাড়া তাঁর রচিত বিভিন্ন গানে আমরা আধ্যত্মিকতার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগগুলিকেও নিজেদের জীবন চর্চার সঙ্গে একান্ত করে নিতে পারি। 'কালমৃগয়া' ব্যবহৃত কয়েকটি গানের মূল সুর ও কথা এখানে তুলে ধরা হল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত	তাল	মূল বা উৎস সঙ্গি
১. ফুল ফুল চলে চলে	খেম্‌টা	Ye banks and braes
২. সখিলো ফুরালো	একতাল	Rabin Adair
৩. মানা না মানিলি	ত্রিতাল	Go where glory wait Thee
৪. ও দেখবি রে ভাই	খেম্‌টা	The viear of Bray

আসলে কবির যে গীতিধর্মী প্রতিভা, তা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার কাব্যে বা গানে। তবে নাটকে এই প্রতিভা একটু ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস, কবি মানুষের এবং চেতনার জগতের ক্রমপরিণতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবি মানস এক একটা স্তরে এক একটা বিশিষ্ট ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করে। আবার তা অতিক্রম করার জন্য ভাবগন্ডীতে প্রবেশ করছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিশেষ বিশেষ ভাবের অনুভূতি সেই সময়ের রচিত নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কাল মৃগায়' প্রভৃতি রচনা কালে কবি সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছিলেন, নিজের জীবনের অভ্যস্ত গন্ডী, ঘরের নির্দিষ্ট আবহাওয়া ত্যাগ করে বিদেশে বহু গুনী জনদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বরূপের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করেছিলেন এবং নাটকে সেই অভিব্যক্তি ও অনুভূতির প্রতিফলন করেছিলেন বিভিন্ন গানের মাধ্যমে।

আসলে কোনো জাতির সংস্কৃতির ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড প্রকাশ ও নির্ভর করে সেই জাতির কবি ও সাহিত্যিকদের ওপর। একজন কবি মানব সভ্যতার আলো, তাঁদের সৃষ্টি মানুষকে জ্ঞান দেয়, আলো দেয় আর, দেয় আনন্দ। নাটক ও সঙ্গীত এই আনন্দ প্রদানের প্রধান মাধ্যম। আসলে নাট্যমূল্যের দিক থেকে বা সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে 'বাল্মিকী প্রতিভা' বা 'কালমৃগয়া'-র আলাদা ভাবে কতটা মূল্য রয়েছে সেই তাকে না গিয়ে একটা কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, নাটকে সঙ্গীতের স্বার্থক প্রয়োগ বা মানব মনের অভিব্যক্তির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের মাধ্যম যে সঙ্গীত হতে পারে এবং অনায়াসেই সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকদের সন্মুখে নাটকের মূল সুর বা আদর্শকে তুলে ধরা যেতে পারে, সেই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যগুলিতে। যার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে সাহিত্য জগতে, বিশেষত নাট্যজগতে। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছে –

> " 'বাল্মিকী প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিন্তু রচনা করি নাই। ঐ দু'টি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীত উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।"[৬]

তবে একথাও সত্য যে সময় যত এগিয়েছে, আঙ্গিকে – গীতিতে – রূপে – রসে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্যগুলির আবেদন ও প্রকাশ ক্রমশ গভীরতর ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। যার পরিপূর্ণ পর্যালোচনা মনে হয় এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারণ মানব হৃদয়ের অনুভূতির বিকাশ ও পরিবর্তনের পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের আবেদন ও অর্থ যে কীভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে উঠে উঠেছে, তার পুর্ণাঙ্গ স্বরূপ এখনও উদঘাটিত হতে পারেনি।

'মায়ার খেলা' ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তার আর পুনর্মূদ্রণ হয়নি, বর্তমানে অচলিত সংগ্রহের প্রথমখন্ডই এর স্থান। 'জীবন স্মৃতি'তে কবিগুরু নিজেই বলেছেন – 'নলিনী' গদ্য নাট্যকেরই রূপান্তর এই গীতিনাট্য। এখানে রবীন্দ্রভাবনার ও প্রেমানুভূতির প্রকাশ প্রতিফলিত হয়েছে সুরে সুরে। এই নাটক রচনার সময় কবি 'মানসী' কাব্যের অনুভূতির জগতে বিচরণ করছিলেন। প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ভোগবাসনার পরিত্যাগ কতটা প্রয়োজন, সে বিষয়ে কবির অনুভূতি 'মানসী' কাব্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। 'আজি এ বসন্ত', 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম' – এই প্রতিটা গীতেই প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আসলে 'মায়ার খেলা' গীতি নাট্যেই যথাযথ ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের জোয়ারে শ্রোতা বা দর্শকদের হৃদয় অনুভূতির প্লাবনে বয়ে গেছে। এই গীতিনাট্যের প্রায় প্রতিটি গানেই রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা এবং সংগীত প্রতিভার স্বার্থক সমন্বয় ঘটেছে। 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন –

> "'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতি মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সুত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরন। বস্তুত মায়ার খেলার যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসে সমস্ত মন অভিসিক্ত হইয়া ছিল।"[৭]

'মায়া খেলা' গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছিল। তখনকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাও এই নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রসংশা কুড়িয়েছিলেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় বিভিন্ন সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি এই নাটকের সংগীত গুলির রচনা করেছিলেন। আমাদের দেশীয় বিভিন্ন রাগরাগিনীর গতানুগতি ও কৃত্রিম পরম্পরার বন্ধন থেকে তিনি সংগীতকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি সুর ও অনুভূতি নিয়ে নানান্ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এই গীতি নাট্যে। যেমন – আইনরিশ লোকসঙ্গীত 'Go Where Glory Waits Thee' - এর সুরকে অবলম্বন করে ত্রিতালের দ্বারা 'আহা আজি এ বসন্তে' গানটি রচনা করেছিলেন। এছাড়াও এই গীতিনাট্যে যে গান গানগুলি গাওয়া হয়েছে সেগুলি হল –

১. মোর জলে স্থলে কত
২. পথ হারা তুমি পথিক
৩. কাছে আছে দেখিতে
৪. জীবনে আজ কি প্রথম
৫. যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে
৬. আমার পরান যাহা চায়
৭. সখী সে গেলো কোথায়
৮. সখী, বহে গেল বেলা
৯. ওলো রেখে দে সখী, রেখেছে
১০. যেয়োনা, যেয়োনা, যেয়োনা ফিরে
১১. কে ডাকে আমি কভু ফুরে নানি চাই
১২. এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
১৩. ওকে বলো সখী, বলো গানে
১৪. তারে দেখাতে পারিনে কেন
১৫. আপন, মন নিয়ে
১৬. ভালোবেসে যদি সুখ নাহি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. সুখে আছি সুখে আছি
১৮. ভালোবেসে দুখ সেও সুখ
১৯. দূরে দাঁড়ায়ে আছে
২০. ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও
২১. ওগো বোঝা গেলো না
২২. সখী সাধ করে যাহা দেবে
২৩. এ তো খেলা নয়, খেলা নয়
২৪. সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
২৫. সখী প্রতিদিন হায়
২৬. সকলা হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যার
২৭. তুমি কে গো, সখীরে কেন
২৮. তবে সুখে থাকো সুখে থাকো
৩০. আমার নিখিল ভুবন
৩১. ভুল কোরো নাগো
৩২. ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙ্গেছে
৩৩. অলি বার বার ফিরে যার
৩৪. ডেকো না আমারে ডেকো না
৩৫. না বুঝে যারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে
৩৬. যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী
৩৭. হায় হত ভাগিনী
৩৮. এস এস বসন্ত ধরাতলে
৩৯. ওকি একা, ওকি একা
৪০. কোন্ সে ঝড়ের ভুল
৪১. ছি ছি, মরি লাজে
৪২. শুভ মিলনলাগনে বাজুক বাঁশি
৪৩. আর নহে, আর নহে
৪৪. ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে
৪৫. যাক ছিঁড়ে যাক ছিঁড়ে যাক
৪৬. আজ খেলা ভাঙার খেলা
৪৭. আহা আজি এ বসন্তে

উপরে উল্লিখিত গানগুলির মধ্যে প্রতিটি গানেই অমর, শান্তা, অশোক, প্রমদা, কুমার, মায়াকুমারীগন (৩ জন) প্রমদার সখীগন (৩ জন) কিছু পুরুষ চরিত্র ও স্ত্রী চরিত্র সমূহের – নিজ নিজ ভাবনা ও অনুভবগুলি খুব সুন্দর ভাবে গানের মাধ্যমে মঞ্চায়িত হয়েছিল।

আসলে গীতিনাট্যে সংলাপের স্থান নেয় সঙ্গীত। সঙ্গীত ছাড়া গীতি নাট্যে আলাদা ভবে কোনো কথা বলার জায়গা থাকে না। হৃদয়নুভূমি ও ভাবাবেগকে মঞ্চে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে গেলে সঙ্গীতের ক্ষমতা যে কতটুকু তা বিভিন্ন গীতিনাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখা করে এবং উপস্থাপন করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের তাল সম্পর্কে বক্তব্য ছিল –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"দ্রুত তাল হচ্ছে সুখের ভাব প্রকাশের অঙ্গ। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও পরিবর্তন ঘটে।"[৮]

গীতিনাট্যগুলিকে মঞ্চেউপস্থাপনের অভিনয়ের সময় অভিনয়ের খুব বেশি সুযোগ থাকে না, কারণ গান ও নৃত্যের মাধ্যমেই এর উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনার সময় উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী, পাশ্চাত্য সুর প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই মঞ্চে তাঁর গভীর আত্মদর্শনের ভাব যখন অঙ্গভঙ্গিমায় প্রকাশ করার দায় শিল্পীর বা অভিনেতার উপরত্রসে পড়ে, তখন তা সত্যিই কলা-কুশলিদের কাছে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন নির্মল, সুন্দের, কোমল ও গভীর অনুভূতি ও দর্শনকে মঞ্চে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা – সে এক অন্য ধারার উৎকৃষ্ট শিল্প, একে শুধু মাত্র নৃত্য – বা অভিনয় বললে সঠিক হবে না, এই উচ্চাঙ্গ শিল্পকলাকে মঞ্চে উপস্থাপন করাকেই মনে হয় বলা যায় যথাযথ আত্মদর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ, 'শিক্ষার নাটক অ শিল্পকলা', রীতা পাবলিকেশন, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৩৫
২. গোস্বামী, কুমার প্রভাব, 'ভারতীয় সঙ্গীতের কথা' , আদিনাথ ব্রাদাস্, ২০০৫ কলকাতা, পৃ. ১৮০
৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা' ' ওরিয়েন্টার বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮১
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্কৃরণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্কৃরণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্কৃরণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮
৭. তদেব
৮. কুন্ডু, ডক্টর প্রণয়কুমার, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৫ কলকাতা, পৃ. ৫৭